

“রমজান মাস তো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক”

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আজকের আলোচনার বিষয়, “রমজান মাস তো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে, মানুষের জন্য যা পথপ্রদর্শক”।

পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে, সূরা নম্বর ২ঃ বাকারা, আয়াত নম্বর ১৮৫ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থঃ “রমজান মাস তো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক। এবং সুপথের উজ্জ্বল নিদর্শন ও ফুরকান; অর্থাৎ সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে, সে যেন সাওম পালন করে। আর সে যদি অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, সে অন্য সময়ে কাজা করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না; যাতে তোমরা সাওম সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন, এর বড়ত্ব বর্ণনা করতে পারো এবং যাতে তার শুকরিয়া আদায় করতে পারো।”

পবিত্র কুরআন নাঘিল করে এবং সাওম ফরজ করে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন ও অনেক সওয়াব হাসিলের পথ করে দিয়েছেন। আমাদের উচিত আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করা এবং তার শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ তায়ালা সিয়াম পালনের মাধ্যমে আমাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার তৌফিক দান করুন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

morningbrightness.fi